তারিখ ... 04 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

আমাদের সময়

শিক্ষকের বেতন ১ হাজার টাকা!

এম এইচ রবিন ●

মোছাম্মৎ জরিফা বেগম। তিনি একটি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসায় বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেন। ঘরে অসুস্থ মা-বাবা। অর্থের অভাবে অসুস্থ বাবার চিকিৎসা করাতে হিমশিম খাচ্ছেন। চাকরিস্থলে নেই সরকারি সুবিধা। টিউশনির টাকায় সংসারের ঘানি টানছেন। সরকারি বেতন-সুবিধা কিংবা মাদরাসা সরকারিকরণ হবে– এ প্রত্যাশায় বিনা বেতনে শিশুদের পড়াচ্ছেন ২০০২ সাল থেকে। তার মতো দেশের ৩৪ হাজার ২৪০ জন শিক্ষকের পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। লক্ষ্মীপুর, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা জেলার কয়েকটি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এমন তথ্য।

■ বেতন-ভাতাবঞ্চিত ২৬,৬৪৫ ইবতেদায়ি শিক্ষক

■ স্বতন্ত্র মাদরাসা ৬,৮৪৮

শিক্ষকরা জানান, দেশে ৬ হাজার ৮৪৮টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা রয়েছে। এসব মাদরাসা থেকে প্রতিবছর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে অনেক শিশু। এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসাগুলো নিবন্ধিত হয়েছে মাদরাসা বোর্ড থেকে। এই মাদরাসার ইবতেদায়ি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের দায়িত্ব পালন করছেন যে শিক্ষকরা তারাই অভিভাবকহীন। পাচ্ছেন না সরকারের বেতন-ভাতার সুবিধা।

শিক্ষকরা জানান, ১৯৯৪ সালে একই পরিপত্রে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাইমারি ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরে বিগত সরকারের সময়ে ধাপে-ধাপে বেতন উন্নীত হয় শুধু প্রাইমারি স্কুলে। এরপর ২০১৩ সালে ৯ জানুয়ারি মহাজোট সরকার ২৬ হাজার ৯৩টি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল জাতীয়করণ করে। পরিতাপের বিষয় স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকদের জাতীয়করণ তো দূরের

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

শিক্ষকের বেতন ১ হাজার টাকা!

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কথা, সবার ৫০০ টাকার বেতনও জোটে না। কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি থানায় একটি করে ইবতেদায়ি স্বতন্ত্র মাদরাসার শিক্ষকদের ৫০০ টাকা করে বেতন দিত। ওই ৫০০ টাকার সুবিধাপ্রাপ্তদের আরও ৫০০ টাকা বাড়িয়ে এক হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে ২০১৩ সাল থেকে। এক হাজার টাকা পাওয়া শিক্ষকের সংখ্যা সারা দেশে মাত্র ৬ হাজার ৭৬। ২৬ হাজার ৬৪৫ শিক্ষক সরকারের বেতন-সুবিধাবঞ্চিত।

গাইবান্ধা জেলার ফলগাছা দর্জিবাড়ী স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার প্রধান শিক্ষক শামছুল আলম আমাদের সময়কে জানান, ইবতেদায়ি শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গেও কথা বলেছেন। মন্ত্রী তাদের বিষয়ে জানিয়েছেন, এসব মাদরাসা বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখভাল করবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৮ বছর বছর ধরে বিনা বেতনে চাকরি করে আসা শিক্ষক শামছুল আলমের অভিযোগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলেও উদ্যোগের অভাবে বৈষম্যের শিকার তারা। শুধ বেতন নয়, ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষকদের পদোন্নতি-পদায়ন এবং নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানান রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পশ্চিম পাঠক শিকড় স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষক মো. আবদুর রশীদ।

সিরাজগঞ্জের হাড়নী মসজিদ-সংলগ্ন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা আবদুল হামিদ আমাদের সময়কে জানান, তিনি ৩১ বছর পর্যন্ত চাকরি করছেন। তার এক ছেলে লেখাপড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংসারের খচর মেটাতে আবদুল হামিদ শিক্ষকতার পাশাপাশি ছোট ব্যবসাও করেন।